এসো মুক্তির রাজপথে

গাজী আতাউর রহমান

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

প্রকাশনায় :
আই. এস. সি.এ পাবলিকেশন্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৫৭১৩১
ওয়েব : www.iscabd.org
ফেইসবুক : www.fb.com/iscabd91

প্রকাশ কাল :

প্রথম প্রকাশ	: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬
দ্বিতীয় প্রকাশ	: নভেম্বর ১৯৯৮
তৃতীয় প্রকাশ	: আগস্ট ২০০০
চতুর্থ প্রকাশ	: ডিসেম্বর ২০০৩
পঞ্চম প্রকাশ	: নভেম্বর ২০০৪
ষষ্ঠ প্রকাশ	: নভেম্বর ২০০৫
সপ্তম প্রকাশ	: জুন ২০০৮
অষ্টম প্রকাশ	: জুলাই ২০১০

নির্ধারিত মূল্য : সাত টাকা মাত্র

লেখকের কথা

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে দীনি দাওয়াতের ক্ষুদ্র উপকরণ হিসেবে 'এসো মুক্তির রাজপথে' পুস্তিকাটি পাঠকদের সামনে পেশ করা হল। বস্তুবাদী তাগুতী শ্রেণি মুসলিমজাতির অস্তিত্ব বিনাশে বিভিন্নমুখি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমন এক সমাজ তৈরি করেছে, যে সমাজের মানুষ আল্লাহর গোলামী না করে গোলামী করছে শয়তানী শক্তির।

ইসলামবিরোধী এ সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিটি মুসলমানের এগিয়ে আসা উচিত। আর এ কাজে যোগ্য সৈনিক হচ্ছে ছাত্র ও যুবসমাজ। মূলত ছাত্র ও যুবসমাজকে বিভ্রান্তির অতল গহ্বর থেকে বের করে এনে আল্লাহর সৈনিকে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ পুস্তিকাটি রচনা করা হয়েছে।

আশা করি, পুস্তিকাটি পাঠ করে পাঠকগণ সঠিক ও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে ঈমানের দাবি আদায়ে সচেষ্ট হবেন, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে দীনের পথে অগ্রসৈনিক হিসেবে কবুল করুন।

-গাজী আতাউর রহমান

সবাই শান্তি চায়, মুক্তি চায়

মানুষ শান্তি চায়, মুক্তি চায়। জীবনের নিরাপত্তা চায়। শৃঙ্খলমুক্ত আযাদী চায়। বিকশিত জীবনধারা চায়। মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরু নিয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকতে চায়। মানবসভ্যতার উপযোগী কল্যাণমুখি শিক্ষা চায়, সুসভ্য সংস্কৃতি চায়। দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য সামর্থ অনুযায়ী কাজ চায়। নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা গোঁজবার জন্য বাসস্থান চায়। মানবতার সামগ্রিক অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে চায়। এসব হল মানব প্রকৃতির সর্বস্বীকৃত মৌলিক চাহিদা।

কিন্তু একজন মুসলমানের আরও একটি মৌলিক চাহিদা আছে, যা সকল চাহিদার কেন্দ্রবিন্দু। তা হল ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় এবং ঈমান নিয়ে মরতে চায়। এই মৌলিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে একজন মুসলমানের জীবনের সকল চাহিদা আবর্তিত হয়। কারও অন্তরে এ মৌল চাহিদা না থাকলে এবং কাজে-কর্মে এ চাহিদার প্রতিফলন না ঘটলে সে আর মুসলমান থাকতে পারে না।

আর এই কেন্দ্রীয় চাহিদা পূরণ হলেই একজন মুসলমানের জীবনের সকল চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই এই একটিমাত্র চাহিদাই জীবনের চাহিদা পূরণের একমাত্র গ্যারান্টি। এ চাহিদা কোন ব্যক্তির মাঝে পূরণ না হলে সে ব্যক্তি কোনকালেও শান্তি ও মুক্তি পাবে না। আর এ চাহিদা যদি কোন সমাজ ও রাষ্ট্রে অপূর্ণ থাকে, তাহলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রে কখনও প্রকৃত শান্তি বিরাজ করতে পারে না। অশান্তির দাবানল অনর্গল উদ্গীরিত হবে সমাজ ও রাষ্ট্রে। পৃথিবীর কোন শক্তি তথায় কোন উপায়েই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

আর শুধু ইহজাগতিক শান্তি এবং সুখ ভোগই একজন মুসলমানের কাম্য নয়। কারণ মুসলমান আরও একটি জগতে বিশ্বাস করে। যে জগৎ শুরু হবে প্রত্যেকের মৃত্যুর পর থেকে। তাই একজন মুসলমান ইহজগতে যেমন শান্তি চায়, পরজগতেও তেমনি মুক্তি চায়। দুনিয়ার সুখ ও ভোগ চায় না–এমন মুসলমান থাকতে পারে, কিন্তু আখেরাতের মুক্তি চায় না–এমন মুসলমান পৃথিবীতে থাকতে পারে না।

তাই প্রকৃত মুসলমানের দাবি হল দুটি। তারা দুনিয়াতে যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আখেরাতেও তেমনি মুক্তি চায়। আর ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকা এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার মাঝেই এ দাবির যথার্থ বাস্তবায়ন নিহিত। তাই আজ আমাদের এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে–আজ আমরা যারা প্রকৃত শান্তি চাই এবং মুক্তি চাই, তাদেরকে অবশ্যই ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকার এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানবজাতিকেই নয়; বরং বিশ্বে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ কিসে শান্তি পাবে, কোন ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে শান্তি আসবে এটা একমাত্র আল্লাহ-ই ভালো জানেন। বিশ্বে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, রাষ্ট্রে-সমাজে, অফিস-আদালতে, কল-কারখানা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিভাবে শান্তিময় পরিবেশ বিরাজ করবে, মানুষের প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতি কোন্ পদ্ধতিতে সাধিত হবে, তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনই ভালো জানেন।

তাই আমরা যারা জীবনে শান্তি ও মুক্তির অন্বেষণ করি, তাদেরকে অবশ্যই প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর দেওয়া বিধানের ওপর বিশ্বাস ও নির্ভর করতে হবে। সেই সাথে এ বিশ্বাস প্রত্যেকের
অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে যে, আল্লাহর দেওয়া বিধান প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোথাও শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পৃথিবীর যেখানে যত অশান্তি রয়েছে, রাষ্ট্রে ও সমাজের যেখানেই যত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা রয়েছে, তা সবই একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুপস্থিতির কারণে। ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে রাষ্ট্রে অশান্তি, ইসলামী বিধিবিধান অমান্য করাতে সমাজের সর্বত্র অশান্তি। ইসলামের সঠিক আদর্শ অনুসরণ না করাতে শিক্ষাঙ্গনে অশান্তি। অথচ আমরা সবাই শান্তি চাই, মুক্তি চাই। শান্তির আওয়াজ তুলি, মুক্তির শ্লোগান দিই। গোটা মানবতা শান্তি চায়, মুক্তি চায়।

সর্বত্র অশান্তি আর মজলুম মানবতার আহাজারি

এ কথা আর নতুন করে বলতে হবে না যে, আজ আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বত্র অশান্তির দাবানলে নিষ্ঠুরভাবে দগ্ধ হচ্ছে মজলুম মানবতা। বিশেষ করে আমাদের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে শান্তিপ্রিয় মানুষের কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। আমাদের এই প্রিয় দেশটির কোথায় শান্তি আছে, কোথায় নিরাপত্তা আছে, কোথায় মজলুম মানবতার নিরাপদ আশ্রয় আছে, কোথায় সুস্থ মানবতা বিকাশের অবকাশ আছে, তা খুঁজে বের করা মুশকিল। বরং পদে পদে প্রতিফলিত হয় অন্যায়, অবিচার, পাপাচার, জুলুম, নির্যাতন আর শোষণের প্রকাশ্য মহড়া। সমাজ ও রাষ্ট্রে যারা মানুষকে নিরাপত্তা দিবে, তারাই মানুষ হত্যা করছে। যারা মানুষকে শান্তি দেওয়ার ওয়াদা করছে, তারাই প্রজ্জ্বলিত করছে অশান্তির অগ্নিশিখা। যারা মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার শে-াগান দিচ্ছে, তারাই মানবতাকে নির্লজ্জভাবে নগ্ন করছে, অসহায় নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। আরও যেসব জঘণ্য কর্মকাণ্ড হচ্ছে

আমাদের রাষ্ট্রীয় সেবক, রক্ষক এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক হায়েনাদের দ্বারা, তা সচেতন বিবেকবানদের অজানা নয়।

আজ একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে কোন দ্বিধা নেই– আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে এই চার যুগ পর্যন্ত যারাই রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে, যারাই এ জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধান থেকে নিয়ে
সর্বনিম্ন নেতা-নেত্রী ও নিয়ন্ত্রক পর্যন্ত প্রত্যেকেই চোর, বাটপার, দুর্নীতিবাজ, স্বৈরাচার, লম্পট, প্রতারক ও খুনী, হাইজ্যাকার ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়েছে। দেশের জনগণই এসব ন্যক্কারজনক উপাধির মাধ্যমে তাদের অব্যক্ত যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

যারাই একবার ক্ষমতায় গিয়েছে, তারাই সাধারণ জনতাকে নির্যাতন ও শোষণ করেছে এবং নিজেরা ভোগের ফন্দি ফিকির করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশে মোট ৩টি রাজনৈতিক শক্তি দেশ চালিয়েছে। এই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের প্রচণ্ড আন্দোলন হয়েছে। আবারও তারাই ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা দখল করেছে। দেশের সম্পদ ভোগ করেছে। দুর্নীতি বিস্তার করেছে। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অশান্তির রাজত্ব কায়েম করেছে। এসব পুরনো কথা এ জন্য স্মরণ করছি যে, আমরা ভুক্তভোগী হয়েও, নির্যাতিত হয়েও আবারও তাদের হাতেই নির্বোধের মত ক্ষমতা তুলে দিতে উদগ্রীব হয়ে আছি। এসব মানবতাবিবর্জিত হায়েনার পালের আনুগত্য করার জন্য এখনো আমরা হাত কচলাচ্ছি। অথচ আমরা একবারও কি ভেবে দেখেছি–এসব শাসক-শোষক ও তথাকথিত নেতা-নেত্রীরা আমাদের সমাজ-সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও প্রশাসনকে কতটা নিম্নস্তরে নিয়ে পৌঁছিয়েছে। আমরা কি একবারও সজাগ দৃষ্টি দিয়েছি–যারা আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে শাসন করে আমাদের স্বাধীনতা, জাতিসত্ত্বা, স্বকীয়তা ও ধর্ম-বিশ্বাসকে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে, তাদের আসল চরিত্র কী?

আমরা একবারও হিসাব করে দেখেছি–আমরা কী চেয়েছিলাম আর কী পেয়েছি? যুগে যুগে আমরা কাদের স্বার্থে জীবন দিচ্ছি? সর্বস্ব ত্যাগ করেছি? আমাদের জীবন যৌবন আর ত্যাগের বিনিময়ে কাদের স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে? কারা সুখ ভোগ করছে? কোন বিবেকবান সচেতন মানুষ এ বিষয়গুলো না ভেবে পারে না। যেকোন চিন্তাশীল বিবেকেই এই প্রশ্নগুলো তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ হবে। আমরা তো শান্তির জন্য যুদ্ধ
করেছিলাম। এ জাতি তো মুক্তির জন্য বহু প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য বহুবার আমরা আন্দোলন করেছি। অনেক জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছি। এতো কিছুর পরও কি আমরা কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আর প্রত্যাশিত শান্তি পেয়েছি।

একবাক্যে স্বীকার করতেই হবে, আমরা যা চেয়েছি– তা পাইনি। এ বঞ্চিত জাতি যা প্রত্যাশা করেছিল, তার কিছুই পায়নি। বরং পেয়েছে প্রত্যাশা আর আকাঙ্ক্ষার বিপরীত পুরস্কার। যতবার আন্দোলন করেছে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, জুলুম নির্যাতন আর শোষণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতি এক হায়েনার পরিবর্তে আরেক ড্রাকুলার খপ্পরে পড়েছে।

আমরা আমাদের ভাষা পেয়েছি, আলাদা ভূখণ্ড পেয়েছি, স্বাধীন হয়েছি, একটি মানচিত্র পেয়েছি, একটি পতাকা পেয়েছি, এক এক করে সবই পেয়েছি। বাকশাল বিদায় করেছি। হাইজ্যাকার বিদায় করেছি। স্বৈরাচার বিদায় করেছি কয়েক মরতবা। রাজাকার নির্মূলের অভিযান চালিয়েছি অব্যাহতভাবে। এক কথায় যেসব জিনিস আমাদেরকে শান্তি ও মুক্তি দিতে পারে বলে ভেবেছিলাম, জীবন দিয়ে সেসব জিনিস ছিনিয়ে এনেছি। শান্তি আর মুক্তির গন্ধ যাতে পেয়েছি তাই অর্জনের জন্য অকাতরে জীবন দিয়েছি, সর্বস্ব ত্যাগ করেছি। আর আমরা যখন যাকে শান্তি আর মুক্তির অন্তরায় মনে করেছি, সে শক্তিকে জীবনের বিনিময়ে হলেও খতম করার চেষ্টা করেছি। সর্বোচ্চ ত্যাগ দিয়ে উৎখাত করেছি। এই আপসহীন ধারা এখনো অব্যাহত রেখেছি।

কিন্তু এসবের ফলাফল আমরা কী পেয়েছি? চোখ কান খুলে একটু আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের চিত্র নিরীক্ষণ করলে যেকোন বিবেকসম্পন্ন সচেতন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে, আমাদের অশান্তি আরও তীব্র হয়েছে। সর্বত্র শোনা যাচ্ছে মজলুম মানবতার করুণ আহাজারি। এখানে বাতাসে ভেসে আসে মজলুমের ফরিয়াদ, আশ্রয়হীনদের হাহাকার, অন্নহীনদের বুভুক্ষু কান্না, দুস্থের আর্তনাদ আর বস্ত্রহীনের সলজ্জ চিৎকার। আমাদের এই ক্ষুদ্র জনপদের সর্বত্র আজ মজলুম মানুষের বুক ফেটে মহান প্রভুর সেই ঘোষণাই বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হচ্ছে–

وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

“তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহর পথে কেন সংগ্রাম করছ না? অথচ দুর্বল, অক্ষম, অসহায়, নির্যাতিত, বঞ্চিত পুরুষ, নারী ও শিশু ফরিয়াদ করে বলছে- “হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এই জালেম শাসিত দেশ থেকে মুক্তি দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন বন্ধু, দরদী নেতা ও একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও।” (সূরা নিসা, আয়াত : ৭৫)

আমাদের রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণি ও প্রধান রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের অবিচার, নির্যাতন ও জুলুমের মাত্রা এতই তীব্র হয়েছে যে, মজলুম জনতার আহাজারিতে আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতের বাস্তব চিত্র সর্বত্র ফুটে উঠছে। জালেম শাসকদের অশান্তির নাগপাশ থেকে সমগ্র জাতি আজ মুক্তি চায়।

কেন এই অশান্তি

প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে, মানবীয় সকল অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে কেন এই অশান্তি, তা আগে খুঁজে বের করতে হবে। আমাদেরকে আজ অশান্তির মূল উৎস চিহ্নিত করতে হবে। মুক্তিকামী ও মুক্তির প্রত্যাশী প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষকে অশান্তির মূল উৎস অনুসন্ধান করে তা থেকে গোটা জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ প্রকৃত বিবেকবানরা কোনদিন বসে থাকতে পারে না।

সমাজ রাষ্ট্র ও পারিপার্শ্বিক যাবতীয় বিষয়ে নির্বোধেরাই শুধু নিস্ক্রীয় থাকে। আর বুদ্ধিমানরা গর্জে ওঠে। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শত বছর পরে হলেও বুদ্ধিমানদের বিপ্লবী আওয়াজের সুফল গোটা জাতি ভোগ করে। আর যারা অন্যায় ও অসত্য মেনে নিয়ে কাপুরুষের মতো নির্বিকার জীবন কাটাতে চেষ্টা করে, তারা শত বছর হায়াত পেলেও কোনদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

তাই সংক্ষিপ্ত জীবন নিয়ে তৃপ্তি পেতে হলে অবশ্যই অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। নিজের মুক্তি ও নাজাতের পথ প্রশস্ত করতে হবে। জাতিকে অশান্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। অশান্তির লৌহ প্রাচীরে প্রচণ্ড আঘাত হেনে শান্তির সিংহদ্বার উন্মুক্ত করতে হবে।

আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা বিশ্বে অশান্তির মূল উৎস বা কারণ হল– মানুষ মানুষের গোলামে পরিণত হওয়া। পৃথিবীর যেখানে

মানুষ যত বেশি মানুষের গোলামী করছে, সেখানেই তত বেশি অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। আর মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার হল মানবরচিত মতাদর্শ অনুযায়ী মানুষকে পরিচালনা করা। মানুষের গড়া বিধান ও আইন অনুযায়ী সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করা। এই অসার মানবরচিত নিকৃষ্ট মতাদর্শই মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার কল্যাণকর বিধান অমান্য করতে বাধ্য করছে।

মূলত মানুষের গড়া মতাদর্শভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গোটা বিশ্বকে চরম অশান্তিতে নিপতিত করেছে। এই অনাদর্শের ওপর ভর করেই বিশ্বের প্রভাবশালী তাগুতী শক্তিগুলো বিশ্বমানবতাকে তাদের অনুগত গোলামে পরিণত করার জন্য গোটা বিশ্বে

তাদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রত্যেকটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তৎপর।

যে সাম্রাজ্য যেদেশে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, সেখানে তারা তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। একটি রাষ্ট্র ও জাতিকে শোষণ নির্যাতন করার প্রধান অস্ত্র হল মানুষের গড়া সংবিধান। সংবিধান হল শোষণের এমন এক হাতিয়ার, যার আঘাতকে মুখ বুজে মেনে নেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি নাগরিককে বাধ্য করা হয়। এই মানবরচিত সাংবিধানিক নির্যাতনের কোন বিচার পৃথিবীর কোন আদালতে প্রার্থনা করারও কোন সুযোগ নেই। তাই মানবরচিত কুফরী সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। কারণ এই সংবিধানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে। ৭২-এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রাধান্য ছিল, কারণ তখনকার শাসকগোষ্ঠী ছিল ভারত ও রাশিয়ার আজ্ঞাবহ।

পরবর্তীতে পুজিঁবাদী গণতন্ত্রের একক প্রাধান্য পেয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব পরিবর্তনের
সাথে সাথে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন হয়। এর উদ্দেশ্য হল সাম্রাজ্যবাদের গোলামী। আর কোন রাষ্ট্রে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে কোন সাম্রাজ্যবাদ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ অপরাপর রাষ্ট্রসমূহে স্থায়ী শান্তির পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য সদা তৎপর থাকে। আর আমাদের এ দেশের অশান্তির মূল কারণ হলো মানবরচিত কুফরী সংবিধান। এ সংবিধানকে আমরা যতদিন মেনে নিব, ততদিন স্থায়ী শান্তির রাজপথ রুদ্ধ থাকবে। কারণ এ সংবিধান হল তাগুতের হাতিয়ার।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তান সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে এ হাতিয়ারকে ব্যবহার করছে। এ সংবিধানের মাধ্যমেই মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করা হয়েছে। যার ফলে ক্ষমতাবানদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে প্রভুত্বের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আর এই প্রভুত্ব, মালিকত্ব ও নিয়ন্ত্রণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মানবতাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। মূলত মানুষকে একমাত্র ক্ষমতাবান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় সর্বত্র ক্ষমতা নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি চলছে।

কেউ কেউ নিজেদেরকে বাপ দাদা ও স্বামীকে শান্তিদাতা ও মুক্তিদাতা হিসেবে দাবি করছে। কে কত বেশি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে মুক্তি দিতে পারে, এ নিয়েও বিবেকবানদের পক্ষ থেকে এসব নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের তীব্র কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠছে না। ফলে অশান্তি আরও ঘনীভূত হচ্ছে। মানুষকে গোলাম বানানোর জন্য তাগুতী

শক্তি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। কাজেই এ মুহূর্তে অশান্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য বিবেকবান হিসেবে আমাদেরকেই সচেষ্ট হতে হবে।

মূলত আমরাই আমাদের অশান্তিকে ডেকে এনেছি– এ কথা সবাইকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। কারণ আমার ব্যক্তি জীবনের অশান্তির কারণ যেমন আমার কর্মফল, তেমনি আমার সমাজ ও রাষ্ট্রে যে অশান্তি বিরাজমান, এ অশান্তি প্রতিষ্ঠার পেছনে আমিও কোন অংশে
দায়ী। তাই এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমাকে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নয়তো আমরা কেউ জবাবদিহি থেকে রেহাই পাব না। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

“স্থল ভাগ এবং সমুদ্র ও নদীবক্ষে মানুষের কৃতকর্মের ফলেই বিপর্যয় নেমে আসে।” (সূরা রুম, আয়াত : ৪১)

তাই বর্তমান বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে মনে করতে হবে আমরা আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছি। তাই সকলে মিলে তওবা করে সকল তাগুতী মত পথ ও বিধান ত্যাগ করে জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর দেওয়া বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

শান্তি ও মুক্তির পথ কোনটি

প্রকৃতপক্ষেই যারা দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি কামনা করে, তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথ বেছে নিতে হবে। মুক্তির সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে মনগড়াভাবে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করলে শান্তি ও মুক্তির আশা কিছুতেই করা যাবে না। আর মুক্তির একমাত্র পথ হলো আল্লাহপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; সার্বজনীন ইসলামী জীবনব্যবস্থা। ইসলামী জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্যকোন জীবনব্যবস্থা মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। মহান রাব্বুল আলামীন তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবমণ্ডলীর জন্য ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কালামে পাকে ঘোষণা করা হয়েছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِ سْلَامُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের নিকট ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৯)

এ ব্যাপারে কোন মুমিন মুসলমানের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না যে, আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিধানদাতা আর কেউ হতে পারে। মূলত আল্লাহর চেয়ে শান্তিকামী ও মুক্তিকামীও কেউ নেই। এমনকি আল্লাহর সমকক্ষ বিধান রচনার শক্তিও সৃষ্টিজগতে কারও নেই। এ কথাগুলো যদি আমরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করি, তাহলে একথাও অবশ্যই মানতে হবে যে, আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা
এবং গোটা মানবজাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা। যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে একমাত্র ইলাহ বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাকে মানতে হবে এবং তার আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

আর আল্লাহপ্রদত্ত এই ইসলামী জীবনবিধান ছাড়া যদি কেউ ভিন্ন কোন মতাদর্শ ও বিধানকে গ্রহণ করে, তাহলে তারা যেমন দুনিয়ায় শান্তির আশা করতে পারে না, তেমনি পরকালেও মুক্তি পাবে না। ইসলামী জীবনাদর্শের বাইরে আল্লাহ কিছুই গ্রহণ করবেন না। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হল–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

“যে ইসলাম ছাড়া অন্যকোন জীবনাদর্শ অনুসন্ধান করে, তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৮৫)

আর শুধু মুখে মুখে ইসলামকে গ্রহণ করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে না, শান্তি পাওয়া যাবে না। বরং পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবনাদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। পরিপূর্ণভাবে ইসলামী বিধানের আনুগত্য করতে হবে। ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে সমাজ রাষ্ট্র পরিবার ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শুধু কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। জীবন পরিচালনার কোন অংশেই ইসলামী বিধানকে অচল ও অনুপযোগী মনে করা যাবে না।

শুধু তাই নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে একমাত্র বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবেই পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা যাবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

“তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।” (সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৮)

তাই আজ আমাদেরকে একজন মুসলমান হিসেবে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে, আমাদের জীবনে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের অনুসরণ করতে প্রস্তুত রয়েছি কিনা। জীবনে শান্ড়ি ও মুক্তি পেতে হলে বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে সচেষ্ট হতাম, তাহলে কোথাও অশান্ড়ি থাকত না। কারণ মহান আল-াহ ইসলামকে একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। আর আমরা আজ এই শান্ড়ি আদর্শকে ছেড়ে মিথ্যা মরিচিকার পেছনে ছুটোছুটি করছি।

আল-াহ তা'আলা যে আদর্শকে গ্রহণ করতে বলেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা আজ তা বর্জন করছি। আবার কেউ কেউ প্রতিরোধ করারও চেষ্টা করছি। আল-াহ তা'আলা যে সকল অনাদর্শকে বর্জন করতে বলেছেন এবং প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আজ আমরা অবিবেচকের মত তাই গ্রহণ করছি এবং এসব আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন পর্যন্ড় বিসর্জন দিচ্ছি। আজ আমরা মানুষের গড়া মতবাদে শান্ড়ির সন্ধান করছি। আমরা আজ মানবরচিত কুফরী সংবিধানকে মুক্তির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছি। মানুষের মনগড়া অসার মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যে হারে প্রচেষ্টা চালিয়েছি, আল-াহর দেওয়া জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য তার সিকিভাগও প্রচেষ্টা চালাচ্ছি না। আমরা আজ মুক্তির রাজপথ ছেড়ে অশান্তির গলিপথে ঘুরপাক খাচ্ছি।

আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শকে একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শুধু গ্রহণ করলেই চলবে না; প্রকৃত শান্তি পেতে হলে আল্লাহর দেওয়া বিধানকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সাথে সাথে মানবরচিত সকল মতাদর্শের অসারতা প্রমাণ করে সর্বত্র তা প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতে হবে।

মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আযাদী চেতনাকে আরও শাণিত করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানবরচিত সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। আল্লাহর বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার সাথে ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তেমনি যারা শুধু ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার তৎপরতায় লিপ্ত, তাদেরকেও সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

কারণ ব্যক্তিজীবনে পূর্ণাঙ্গ আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে শুধু রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দেওয়া যেমন গোমরাহী, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর

বিধান প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক তৎপরতায় লিপ্ত থাকাও বিভ্রান্তিকর। কারণ আল্লাহর বিধান ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত। তাই আল্লাহর বিধান কোনটা ধরা হবে আর কোনটা ছাড়া হবে, তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ধরণের বৈষম্য সুবিধাবাদী ও স্বেচ্ছাচারি মানসিকতারই পরিচায়ক। যেনতেনভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলে বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে না। যদি তাই হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (স.)কে মক্কার কাফেররা যখন নেতৃত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) ইচ্ছে করলে আরবের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণ করে তথায় আল্লাহর আইন চালু করে দিতে পারতেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করে তাদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের

প্রতিবাদ করার পাশাপাশি ব্যক্তি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। সঠিক আদর্শকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানবসমাজে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শুধু দাওয়াতের মাধ্যমে দেশের সব মানুষের হেদায়েত হয়ে গেলে সমাজ ও রাষ্ট্র এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে; প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও জিহাদের মত কঠিন পথে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। এ উভয় চিন্তাই অবাস্তব ও অসার।

রাসূল (স.)–এর সামগ্রিক জীবনের সাথে এসব উদ্ভট চিন্তার কোন সঙ্গতি নেই। রাসূলে কারীম (স.) তাঁর নবুয়াতী জীবনের শুরু থেকেই আদর্শের দাওয়াতের পাশাপাশি অনাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। সত্যের আহ্বানের পাশাপাশি অসত্যকে বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যায়ের প্রতিরোধ করেছেন। রাসূলে করীম (স.) ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে জিহাদের পাশাপাশি পরিশুদ্ধ ব্যক্তি গঠনের মুজাহাদা করেছেন। তাই মহান রাব্বুল আলামীনের পবিত্র ঘোষণা–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জীবনবিধানকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নেয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে কবুল করে নিয়েছি।"

(সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩)

এই ঘোষণার পর কোন অজুহাতেই পূর্ণাঙ্গ দীনকে বিভক্তি ও বিভাজন করে নবী জীবনকে খণ্ডিত করার সুযোগ কারও নেই। ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন

পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকেই পূর্ণাঙ্গ দীন বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সাথে সাথে অন্যসব মানবগড়া মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোন বিধানকে শুধু মনে মনে ঘৃণা করলেই চলবে না বরং তা পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করতে হবে। এককথায় জীবনের সকল পর্যায়ে রাসূলুল্লাহর আদর্শ অনুযায়ী আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আমৃত্যু প্রয়াসই হল মুক্তির একমাত্র পথ। একথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে– যেখানেই আল্লাহর বিধান অনুপস্থিত থাকবে, সেখানেই অশান্তি এসে উপস্থিত হবে।

এসো মুক্তির রাজপথে

পূর্বের আলোচনায় আমরা একথা বুঝতে পেরেছি, আল্লাহর দেওয়া বিধান প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানবতার মুক্তির কোন পথ নেই। আর মানুষের গড়া নীতি ও মতবাদই হল বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তির প্রধান হাতিয়ার। তাই এখন আমাদেরকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে–আমরা কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তির রাজপথ ধরে অগ্রসর হব? নাকি সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনে অশান্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য মানুষের গোলামী করব এবং মানুষের নীতি ও মতবাদকে লালন করব?

মনে রাখতে হবে, এই দুটি পথ ছাড়া আমাদের জন্য মধ্যবর্তী কোন পথ নেই। মানুষের মাঝে নিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। হয়তো সে আল্লাহর পথে চলবে, নয়তো শয়তানের পথ ধরবে। গোটা বিশ্বের সকল মানুষই এ দুটি ধারায় বিভক্ত।

শুধু মুখে মুসলমান দাবি করলেই আল্লাহর পথের যাত্রী হওয়া যায় না। যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করে মানুষের জন্য নিজেরাই বিধান রচনা করে, ইসলামী জীবনাদর্শের পরিবর্তে ইহুদী-নাসারা ও মুশরেকদের গড়া মতবাদ তথা, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (স.) যা হালাল করেন, যারা তা হারাম করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারামকৃত বস্তু যারা হালাল করে, তারা

নিজেরা শত সহস্রবার মুসলমান দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের পথযাত্রী। আর তাদেরকে যারা সহযোগিতা করে, সমর্থন করে, তাদের সাথে আপস করে, তারাও একই পথের পথিক।

এই সহজ সরল সমীকরণের পর আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমরা কোন পথের যাত্রী। আমাদের মাঝে থেকেই আবার অজ্ঞতা ও অসতর্কতা বশত আল্লাহর প্রদর্শিত মুক্তির রাজপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়ে গেছে অনেকেই। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, আল্লাহ কাউকেই ছাড়বেন না।

আমাদের সকলের জন্যই এমন এক সময় অপেক্ষা করছে, যখন কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন গোঁজামিল দিয়ে পার পাওয়া যাবে না। বড় দল, বড় নেতা, জননেত্রী, আপসহীন নেত্রী, দেশনেত্রী কেউ আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। বরং সকলকেই নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যারা আনাদর্শের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারাও রেহাই পাবে না।

আজ দুনিয়াতে যারা সেসব নেতা-নেত্রীর সমর্থন করছে, বিচারদিবসে তারাই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হল–

وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا

“লোকেরা বলবে–হে আমাদের রব, আমরা দুনিয়ায় আমাদের নেতৃবৃন্দের ও বড়দের আনুগত্য করেছি। ফলে তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব হে প্রভু, তুমি আজ তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তোমার রহমত থেকে তাদেরকে বহু দূরে সরিয়ে দাও।” (সূরা আহযাব, আয়াত : ৬৭,৬৮)

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে-

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا

“আল্লাহ যখন শাস্তি দিবেন, তখন এমন এক অবস্থা দেখা দিবে যে, দুনিয়াতে যেসব নেতা ও প্রধান ব্যক্তির অনুসরণ করা হতো, তারা নিজ অনুসারীদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের সকল কার্যধারার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তাদের অনুসারীরা বলবে, হায়! আমাদেরকে আবার যদি সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের দায়িত্বহীন থাকার কথা ঘোষণা করছে, আমরাও তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেখিয়ে দিতাম।” (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৬-১৬৭)

উল্লিখিত আয়াত দুটি দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, কাল কেয়ামতের বিচারদিবসে নেতা-নেত্রী, কর্মী-সমর্থক কাউকেই ছাড়া হবে না। সবাইকেই নিজ কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে হবে। আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই নিজেদেরকে একজন

পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হিসেবে দাবি করি, তাহলে অবশ্যই সেদিনের বিচারালয় থেকে নাজাতের পথ খুঁজতে হবে। অনুসন্ধান করতে হবে কঠিন আজাব থেকে মুক্তির পথ। আর সেই মহামুক্তির রাজপথ হল রাসূলে খোদা (স.)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবনের সর্বত্র আল্লাহর বিধানের নিরঙ্কুশ আনুগত্য।

একথা উপলব্ধি করার পর আমাদেরকে আজ অনুসন্ধান করতে হবে–এই মুক্তির রাজপথে নিজের জীবন পরিচালনা করার সঠিক পদ্ধতি কী?

মনে রাখতে হবে, এককভাবে জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর বিধানের নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এমনকি ব্যক্তিজীবনকে পরিশুদ্ধভাবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গড়ে তোলাও এককভাবে সম্ভব নয়। বরং এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় একজন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির সংস্পর্শ ও সঠিক পরিচর্যা। যেরূপ পরিচর্যা পেয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলে খোদা (স.)–এর সংস্পর্শে এসে। নিজেকে পরিশুদ্ধ করার পাশাপাশি এবং নিজের মাঝে আল্লাহর বিধান কায়েম করার পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন একটি পরিশুদ্ধ সংঘবদ্ধ বাহিনী। জীবনের সকল স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহর বিধানের অনুকূলে এমন একটি সংঘবদ্ধ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, যে বাহিনী সকল অনাদর্শ ও অসার মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ সৃষ্টি করে আল্লাহর দেওয়া বিধানকে বিজয়ী করবে।

সত্যিকার অর্থে সার্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে নীতির পরিবর্তনের জন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিশেষ করে মহামুক্তির এই রাজপথে আদর্শপ্রত্যাশী ছাত্র ও যুবসমাজকে অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করতে হব। কারণ ইতিহাস সাক্ষী– ছাত্র ও যুবসমাজের খুনঝরা পিচ্ছিল পথ বেয়েই অতীতের প্রত্যেকটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। তাই ছাত্রসমাজই পারে তাগুতের তখতে তাউসে আবারও ভূকম্পনের সৃষ্টি করতে। রক্ত টগবগে কিছু জানবাজ তারুণ্যের সর্বাত্মক বিপ-বের মাধ্যমেই শোষণের হাতিয়ার মানবরচিত কুফরী সংবিধান উৎখাত হতে পারে। সর্বত্র বিজয়ী হতে পারে আল্লাহর বিধান, মজলুম মানবতার সামনে উন্মুক্ত হতে পারে মহামুক্তির রাজপথ।

গোটা জাতি আজ এমন একটি বিপ-বের স্বপ্ন দেখছে। কাজেই আদর্শপ্রত্যাশী আপসহীন তরুণদেরকে আজ জাতির এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সমাপ্ত